41833 - কভিাবে আপনার হজ্জটি মকবুল হজ্জ হবে?

প্রশ্ন

আল্লাহ চাহতে কারো হজ্জ মকবুল হওয়ার জন্য একজন হাজীসাহবেরে যে বষিয়গুলো জানা থাকা প্রয়োজন

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

হজ্জটি হজ্জে মকবুল হওয়ার জন্য একজন হাজীসাহবেরে যে বষিয়গুলো জানা থাকা প্রয়োজন:

-হজ্জরে মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টরি নয়িত করা। এটাকে বলে- ইখলাস। এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দখোনো পদ্ধতি অনুযায়ী হজ্জ আদায় করা। এটাকে বলা হয়- মুতাবাআ (অনুসরণ)। যে কোন নকে কাজ এ দুটি র্শত পূর্ণ করা ছাড়া কবুল হয় না: ইখলাস ও মুতাবাআ (রাসূলরে অনুসরণ)। দললি হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: "তাদরে প্রতি তো এ নর্িদশে-ই ছলি যে, তারা শরিকমুক্ত ইখলাসভত্তিকি আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়মে করবে এবং যাকাত দবে। এটাই বক্রতামুক্ত ধর্ম।[সূরা আল-বাইয়্যনো, আয়াত: ৫] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "সকল আমল নয়্যিত অনুযায়ী হয়ে থাকে। এবং প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত করনে তনিি সটোই পাবনে" এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যার অনুমোদন আমাদরে শরয়িতে নইে সটো প্রত্যাখ্যাত।" সুতরাং একজন হাজী সাহবে যে যে ক্ষত্রেে সবচয়েে বশেি জোর দবিনে সটো হচ্ছে- ইখলাস ও মুতাবাআ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদিায়ী হজ্জকালে বলতনে: "তোমরা আমার নকিট থকেে তোমাদরে হজ্জ করার পদ্ধতি জনেে নাও।"

-হজ্জ আদায় করতে হবে হালাল সম্পদ দয়িে। কারণ হারাম সম্পদ দয়িে হজ্জ আদায় করাও হারাম; নাজায়যে। বরং কোন কোন আলমে বলছেনে: এমন হজ্জ শুদ্ধ হবে না। কউে কউে বলনে: যদি তুমি এমন সম্পদ দয়িে হজ্জ কর যে সম্পদরে উৎস হারাম তাহলে তুমি যনে হজ্জ করলে না; তোমার বাহনটা হজ্জ করল। অর্থাৎ উট হজ্জ করল।

-আল্লাহর নষিধেকৃত বষিয়গুলো থকেে বরিত থাকা। দললি হচ্ছে-আল্লাহর বাণী: "অর্থ-হজ্বরেনর্িদষ্টিকয়কেটমিাসআছে।যব্যেক্তসিসেবমাসনেজিরেউপরহজ্বঅবধারতিকরনেয়েসহেজ্বরেসময়কোনযৌনাচারকরবনো, কোনগুনাহকরবনোএবংঝগড়াকরবনো।[সূরাবাকারা;২: ১৯৭] অতএব, হাজীসাহবে যা কছিু হজ্জ সংক্রান্ত নষিদ্ধি কংিবা সাধারণ নষিদ্ধি যমেন- পাপাচার, অবাধ্যতা, হারাম কথা, হারাম কাজ, বাদ্য শুনা ইত্যাদি সবকছিু থকেে বরিত থাকবনে। অনুরূপভাবে যা কছিু হজ্জ সংক্রান্ত খাস নষিদ্ধিগুলো থকেওে বরিত থাকবনে। যমেন- যৌনাচার, মাথা মুণ্ডন করা, ইহরাম অবস্থায় যা কছিু

পরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন সেব থেকে বেঁচে থাকা। অন্য ভাষায়: ইহরাম অবস্থায় যা কিছু নিষিদ্ধ সেব থেকে বেঁচে থাকা।

-অনুরূপভাবে হাজী সাহেবের উচিত কোমল, সহজপ্রাণ এবং লেনদেনেও কাজকর্মে উদার হওয়া। যতটুকু সম্ভব সহযাত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা তার উপর ফরজ। সেটা হজ্জের পবিত্র স্থানগুলোতে হোক কিংবা বাজারে হোক। হাজীসাহেব তাওয়াফকালে ভীড় করে কাউকে কষ্ট দিবেন না। সায়ীকালে কাউকে কষ্ট দিবেন না। জমরাতে কাউকে কষ্ট দিবেন না। অন্য কোন স্থানেও কষ্ট দিবেন না। হাজীসাহেবের এ বিষয়গুলো পালন করা বাঞ্ছনীয় কিংবা আবশ্যকীয়। এভাবে হজ্জ আদায় করার জন্য হাজীসাহেব কোন আলেমের সাহচর্যে থেকে হজ্জ আদায় করতে পারেন; যাতে করে সে আলেম তাকে দ্বীনি বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে হজ্জে যাওয়ার আগে নির্ভরযোগ্য আলেমদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত; যাতে সুস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। সমাপ্ত